আল্লাহ্ অনন্তকালীন পুরস্কার কি লিঙ্গভেদে দেবেন?

একদমই এমনটি নয়! অনেক নন-ঈসায়ী ধর্মে, তাদের দেবতারা "আল্লাহওহী" উপহারসমূহ পুরুষ কিংবা নারী তার উপর নির্ভর করে দান করে থাকে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, এবং মর্মবাদী এমন অনেক ধর্মই অনন্তকালের পুরস্কার বন্টনে পুরুষদের কে নারীদের উপরে স্থান দিয়ে থাকে। পুরুষেরা প্রচুর পরিমাণে এসব উপহার গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু নারীরা: পুনর্জন্মের চক্র পার হতে পারে না, হয়ত অসম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়, আবার হয়ত পুরুষদের যৌন তৃপ্তি দেওয়ার জন্য থাকে, হয়ত অনন্তকালীয় গর্ভবতী হয়ে থাকে। কিন্তু ঈসায়ী ধর্মে এমন নয়। উভয় নারী এবং পুরুষ তাদের আল্লাহবী জ্ঞানের এবং আল্লাহ্রে রহমতের ভিত্তিতে পুরুস্কৃত হন, মানুষের জৈবিক বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে নয়।

মূল শব্দ

δοῦλε

doulos =দাস, সেবাকারী

" বাদশাহ্ তাকে বললেন, শাবাশ! তুমি ভাল গোলাম। তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ বলে আমি তোমাকে দশটা গ্রামের ভার দিলাম।" লূক ১৯:১৭

পুরাতন নিয়মে উত্তরাধিকারের রীতি... এবং তারপর ঈসা

পুরাতন নিয়মে, উত্তরাধিকরের রীতি প্রথম-জাত'র (প্রথম সন্তান) এবং পুরুষতান্ত্রিক (পুরুষ) পক্ষে ছিল। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় এবং মেয়ে সন্তানেরা অধিকারে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমজাত পুরুষ সন্তান অধিক রহমত, সম্মান, এবং সম্পদ পেতেন। আমরা কিভাবে জানতে পারি যে, এই চিন্তাধারা আল্লাহ্রে অনন্তকালের পুরস্কার বন্টনের ব্যবস্থা প্রকাশ করে না? কেননা ঈসা নিজে তা স্পষ্ট করে দিতে এসেছিলেন। পর্বতের উপরে উপদেশ (মথি ৫-৭) দেওয়ার সময় ঈসা তার সমস্ত কর্ণপাতকারীদের, নারী ও পুরুষদের কাছে এই পুরস্কার কে পাবে তা বর্ণনা করেছেন (ধার্মিকতার জন্য, সেবার জন্য, মোনজাতের জন্য, উপবাসের জন্য, দানের জন্য, নিপীড়িতের পাশে থাকার জন্য ইত্যাদি) এবং কারা ইতিমধ্যে তাদের পুরস্কার পেয়েগিয়েছেন (যারা "দেখেছে" এবং সর্বসম্মুখে স্বীকার করেছে)। ঈসা শিখিয়েছেন যা কিছু গোপনে করা হয় তাও তিনি "দেখেন"(মথি ৬:৪, ৬, ১৮) যা, ১ শামূয়েল ১৬:৭ এর সমতুল্য আয়াতে "কারণ মানুষ দেখে বাইরের চেহারা কিন্তু মাবুদ দেখেন অন্তর।"

ঈসা নাটকীয়ভাবে রহমতের সাধারণ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। লূক ১১:২৭ আয়াতে, এক নারী চিৎকার করে বলেছিলেন, "ধন্য সেই নারী যে জন্ম দিয়েছেন এবং লালন পালন করেছেন।" এই সাধারণ রহমতের বাণীটি প্রকাশ করে যে, ইহুদী নারীরা একজন অসামান্য পুত্র বা স্বামী লাভ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। ঈসা চিরন্তন সত্যের সাথে উত্তর করেছিলেন। "বরং ধন্য তাহারা যাহারা আল্লাহ্রে কালাম শোনে ও তা পালন করে।" (লূক ১১:২৮) কে শুনতে পায়? কে বাধ্য থাকে? কে রহমত প্রাপ্ত হয়? যে কেউ! রহমত এবং পুরস্কার বাধ্যতার উপর ভিত্তি করে দত্ত হয়, যা নারী বা পুরুষ যে কেউ পালন করতে পারে। আমরা সমান অংশীদারি।

আপনার বর্তমান দৃষ্টিকোণ

"ধন্য, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস।"(মথি ২৫:২১) যখন আপনি আল্লাহ্কে একজন বাধ্য দাসের জন্য প্রশংসা করতে শোনেন, আপনার মনে কার কথা আসে? আপনি মনে করেন শুধুমাত্র একজন পুরুষই এই প্রশংসা পেতে পারে? ঈসা কি একজন সৎ ও বিশ্বস্ত নারীকে ৫টি বা ১০ টি শহরের দায়িত্ব দিবেন(লূক ১৯)? নারীদেরকে বেহেস্তে কোথায় দেখেন আপনি? তারা কি পিছনের কোন সারিতে গাদাগাদি করে বসেছে? তারা কি স্মনের দিকে আসার জন্য ঠেলাঠেলি করছে? তারা কি সেখানে পুরুষদের অনন্তকাল সেবা করার জন্য কাজ করছে? নাকি তারা তাদের কৃত ভাল কাজের এবং আল্লাহ্রে প্রতি বিশ্বস্ততার দ্বারা ফল পাচ্ছে? শেলা।

আল্লাহ্ বিশ্বস্ততায় ফল দান করেন, জৈবিক বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে নয়।

উপসংহার

আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে চিরস্থায়ী পরিবারকে চিত্রিত করুন। ঈসা তার কনের মনের ভাব জানেন। তিনি আপনার বিস্বস্ততার হৃদয়কে'ও জানেন, "কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরন একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইতে তাহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমন করে" (২য় খান্দাননামা ১৬:৯)। পুরুষ এবং নারী, যারা আল্লাহ্রে সম্মুখে দন্ডায়মান, তার কালাম পালন এবং বিশ্বস্ত থাকার জন্য রহমত প্রাপ্ত হবে।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?